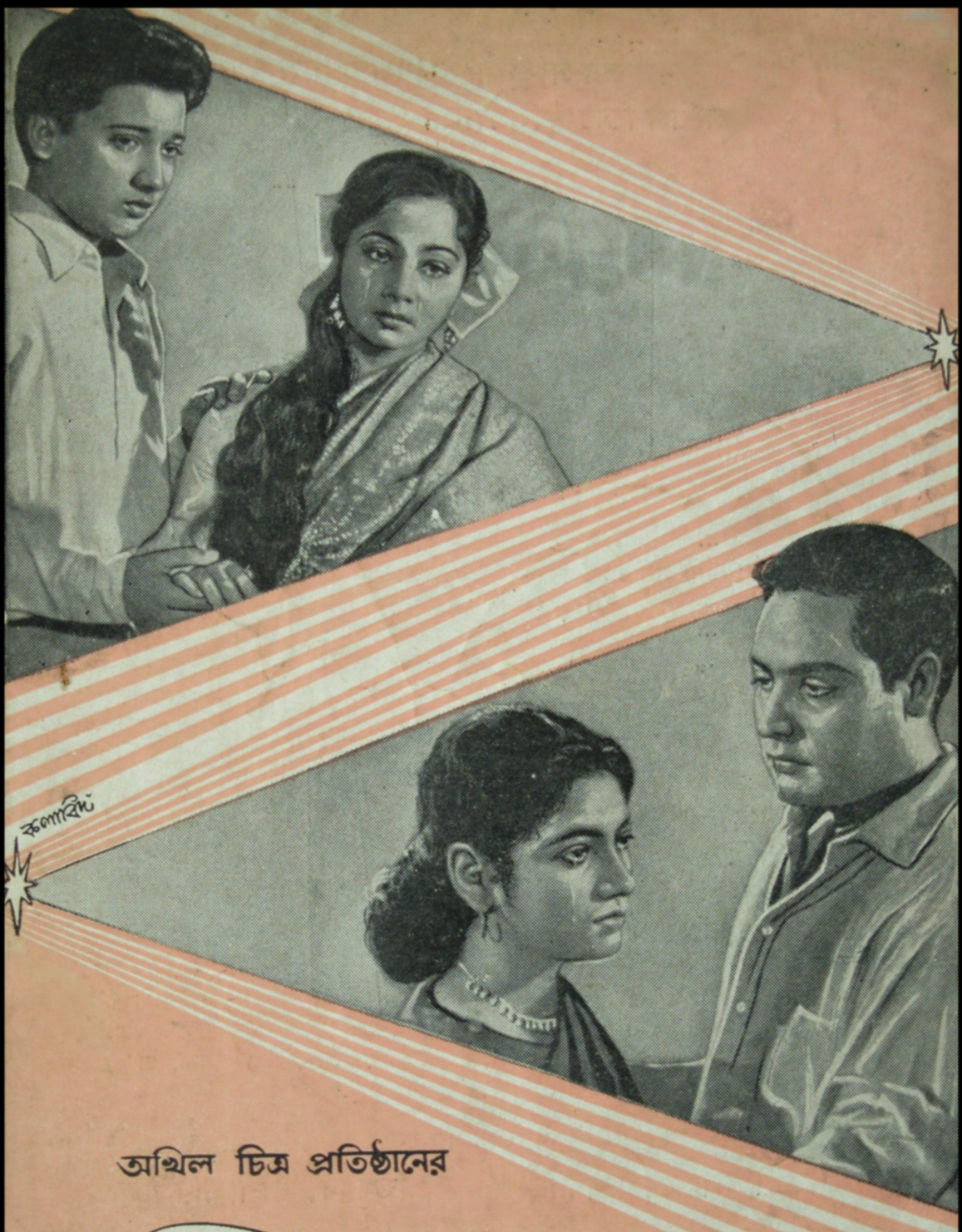

অখিল চিত্র প্রতিষ্ঠানের

মিথুন লগ্ন

পঞ্চানন সাধুখাঁ-র প্রযোজনায়
অখিল চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম নিবেদন

মিথুন লগ্ন

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **শিব ভট্টাচার্য্য**

সুরশিল্পী : **শৈলেশ দত্তগুপ্ত**

কাহিনী :	... বিমলেন্দু ঘোষ	আবহ সঙ্গীত :	... হৃদয় কুশারী
সংলাপ :	শিব ভট্টাচার্য্য ও শৈলেন নাথ	স্থিরচিত্র :	সাইনো য়্যাণ্ড কোং ও
চিত্র শিল্পী :	... বিজয় দে		... ফটো আর্টস
শব্দগ্রহণ :	... নৃপেন পাল	শিল্প নির্দেশক :	... স্বপন সেন
সম্পাদনা :	... নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য্য	রূপসজ্জা :	... মদন পাঠক
পশ্চাদপটাঙ্কণ :	... আর. সিঙ্কে	যন্ত্র সঙ্গীত :	... গ্রাণ্ড অর্কেষ্ট্রা

প্রচার পরিচালনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : শৈলেন নাথ, মনীষ রায়, সুবোধ রাহা, খোকন ভট্টাচার্য্য, ● চিত্রগ্রহণে : লাল সিং, কালসি, গৌর কর্মকার ● শব্দগ্রহণে : বলরাম বারুই ● সম্পাদনায় : অনিল নন্দন, বাসুদেব ব্যানার্জি ● রূপসজ্জায় : গোপাল হালদার, শম্ভু দাস

: রূপায়ণে :

অসিতবরণ, নবাগতা দীপিকা দাস মলিনা দেবী, পদ্মা দেবী, তপতী ঘোষ, আরতি দাস, ছবি রায়, সাধনা রায় চৌধুরী, শুক্লা দাস, অঞ্জলী নাগ, আশীষকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, সন্তোষ সিংহ, নবদ্বীপ হালদার, শিশির বটব্যাল, সলীল দত্ত, করুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল চক্রবর্ত্তী, সারদ ভট্টাচার্য্য, মঞ্জুশ্রী আইচ, ডলি ঘোষ, উমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মলি ভট্টাচার্য্য, কল্যাণী, আভা, সুজাতা, রত্না, সন্ধ্যা, মাষ্টার নেত্রমীন ও আরও অনেকে

: নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীতে :

গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ● প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

★

রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং ফিল্ম সার্ভিস ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত।

পরিবেশনা—ইষ্টার্ন মুভিজ
আর আর ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স রিলিজ

মার্জ্জিত রুচীর শিক্ষিতা মেয়ে মনীষা রায়। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর সংসারের চাপে বাধ্য হয়েই কাজের ভীড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। নইলে এই অল্প বয়সে সব সাধ-আহ্লাদ জলাঞ্জলি দিয়ে এক শিক্ষয়িত্রীর জীবন বেছে নিতে কে চায়?

'রাজলক্ষ্মী বালিকা বিদ্যালয়'-এর শিক্ষয়িত্রী ও হিসাব রক্ষিকা মনীষা। বিধবা মা; ভাই তরুণ আর ছোট্ট একটি বোন ঝুনু—এই নিয়েই মনীষার সংসার।—শত অভাব-অনটনের মধ্যেও সুখের সংসার।

শুধু স্কুলের মাইনের কটা টাকাতে সংসার চলে না। 'টিউসনি' করে যোগাতে হয় ভাইয়ের কলেজের খরচ—কিনতে হয় ঝুনুর জন্যে দু'একটা বাড়তি জামা। কেউ এ খবর রাখে, কেউ রাখে না।.....

কিন্তু যেখানে ব্যতিক্রম সেখানেই গল্প।.....

তাই মনীষার মত মেয়ের জীবনেও পড়ে কালো দাগ! বিদ্যালয়ের তহবিল তছরূপের সমস্ত সন্দেহই গিয়ে পড়ে মনীষার ওপর। এমন কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না যাতে মনীষার নির্দোষিতা প্রমাণ হয়। অথচ এ কথা ঠিক বিশ্বাস কোরতেও পারছেন না প্রধানা শিক্ষয়িত্রী সুলতা'দি। কিন্তু তাঁর কর্ত্তব্যবোধ তাঁকে বাধ্য কোরলেই পুলিশে খবর দিতে; তাই হয়তো দয়াপরবশেই আরও একটি রাত তিনি সময় দিলেন মনীষাকে—তার দোষস্খালনের জন্যে। আর সেই রাত্রিই হ'ল কাল-রাত্রি। শিক্ষিতা মনীষার বিচার-বুদ্ধিও হার মানলো তার মিথ্যা আশঙ্কাজাত কতকগুলি অবাঞ্ছিত লোকলজ্জা আর বিপদকে কেন্দ্র করে। আর কেবলমাত্র এরই জন্য মিথ্যা দুর্নামের ভারে কলঙ্কিত মুখ সে লুকিয়ে ফেললো তার পরিচিতদের কাছ থেকে—সেই রাত্রির অন্ধকারে!

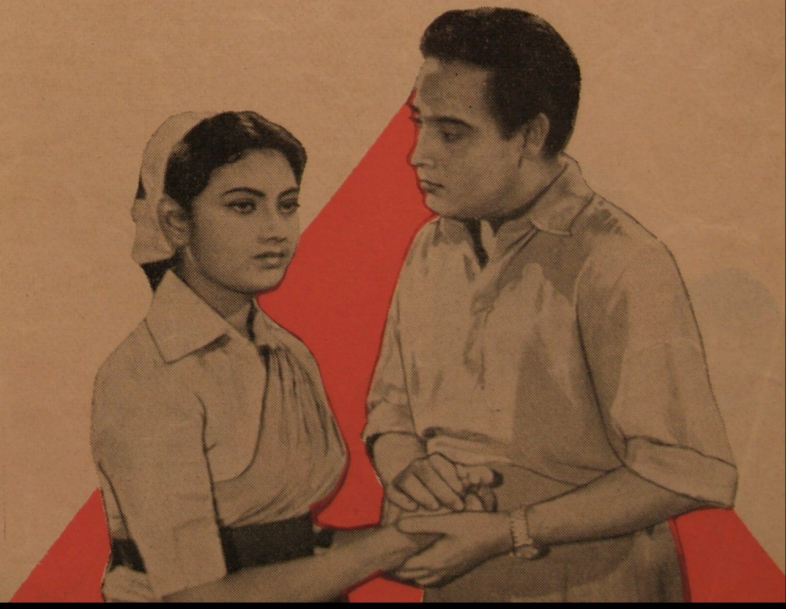

হাঁ, মনীষা পালালো।

পুলিশের খাতায় উঠলো তার নাম। আর তাকে কেন্দ্র করে নানা জল্পনা-কল্পনা চললো তার আত্মীয় স্বজন আর চেনা-অচেনার মধ্যে।

কিন্তু মনীষা তখন লোকচক্ষুর আড়ালে পুণ্যভূমি বারানসীর পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—

মান-সম্মান বাঁচিয়ে থাকবার মত একটু আশ্রয় স্থল আর প্রাণ ধারণের মত সামান্য আহার্য সংগ্রহের চেষ্টায়।

কিন্তু আশ্চর্য! ঐ নীল মত ধোঁয়াটার অন্তরাল থেকে এই সসাগরা পৃথিবীর স্রষ্টার ইঙ্গিতে এক একটি সৃষ্টি কখন যে কিভাবে রূপান্তরিত হয় তা মানুষের ধারণারও অতীত। তাই পরমাশ্চর্যের সঙ্গে একদিন প্রকাশ হয়ে গেল মনীষা চোর নয়। বিদ্যালয়ের সিন্দুক থেকে মনীষার সামান্য অসাবধানতা বশতঃ টাকা চুরি করেছে অপর একজন শিক্ষয়িত্রী, অপর্ণা। দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিষ্পেষিতা অপর্ণা তার পিতার চক্ষু চিকিৎসার জন্য চুরি ছাড়া অন্য কোন পন্থাই খুঁজে পায়নি। ন্যায় বিচারের কাছে শত যুক্তিও অপরাধিনীর অপরাধ মোচন করতে পারে না—তাই বিচার হয় অপর্ণার—

আর অনুসন্ধান চলে মনীষার।

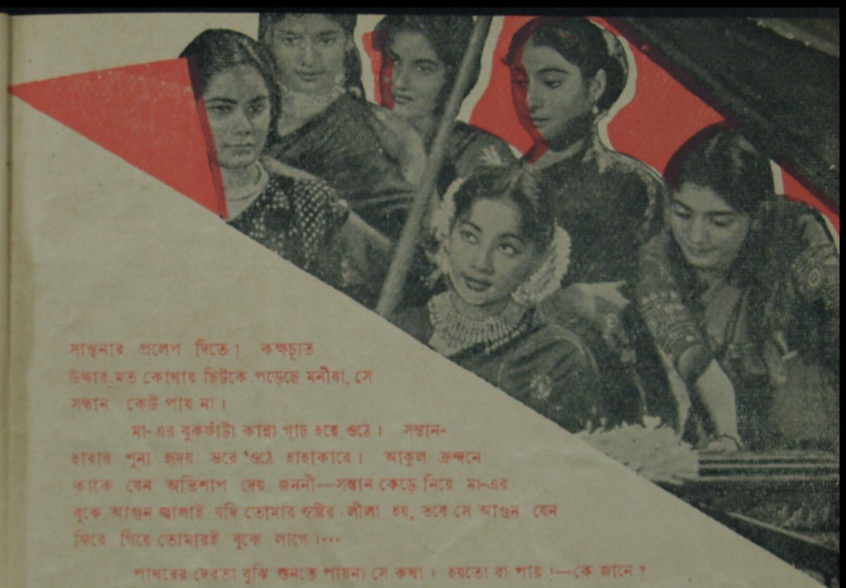

কিন্তু পুলিশ, রেডিও, খবরের কাগজ কেউই পারে না মনীষাকে ফিরিয়ে এনে তার মা-এর বুকে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে। কক্ষচ্যুত উল্কার মত কোথায় ছিটকে পড়েছে মনীষা, সে সন্ধান কেউ পায় না।

মা-এর বুকফাটা কান্না গাঢ় হয়ে ওঠে। সন্তান-হারার শূন্য হৃদয় ভরে ওঠে হাহাকারে। আকুল ক্রন্দনে কাকে যেন অভিশাপ দেয় জননী—সন্তান কেড়ে নিয়ে মা-এর বুকে আগুন জ্বালাই যদি তোমার সৃষ্টির লীলা হয়, তবে সে আগুন যেন ফিরে গিয়ে তোমারই বুকে লাগে।...

পাথরের দেবতা বুঝি শুনতে পায়না সে কথা। হয়তো বা পায়!—কে জানে?

পৃথিবী ঘুরে চলে অবিরাম গতিতে—থেমে থাকে না। থামে না কর্ম্মব্যস্ত মানুষের পথ চলা। ঘটনার কাল প্রবাহে একটি একটি করে এগিয়ে চলে দিবস, রজনী, সপ্তাহ, মাস। আর এগিয়ে চলে আমাদের কাহিনী।

নূতন করে রচনা করে গল্পের মায়াজাল, সাগরপারে রেঙ্গুন সহরের বুকে—ডাক্তার গাঙ্গুলী, রঞ্জন আর পথ-থেকে-তুলে-আনা একটি মেয়ে বিনতাকে নিয়ে।

নার্স বিনতা রায়—এই তো সামান্য কিছুদিন হ'ল এসেছে; কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তার কর্ম্মদক্ষতায়, তার গুণে মুগ্ধ করেছে সকলকে। খুশী হয়েছেন ডাক্তার গাঙ্গুলী!

খুশী হয়েছে রঞ্জন, ডাক্তার গাঙ্গুলীর ভাগ্নে—সম্প্রতি ভিয়েনা থেকে 'প্লাসটিক সার্জারী'তে

শিক্ষা নিয়ে ফিরেছে। সে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বিণতার কর্ম্মক্ষমতার। অনেক কথাই বলে, বলে 'জানেন বিণতা দেবী, আমাদের বহির্মুখী মন কাজের অবসরে একটু বৈচিত্র্যকেই খুঁজে বেড়ায়। তাই একটু সান্নিধ্য, দুটো মিষ্টি কথা—এরই জন্য লালায়িত আমি।'.....

ধীর, স্থির আর স্বল্পভাষিনী বিণতার মন রাঙা হয়ে ওঠে, অনুরাগের রক্তিম আভায়! কিন্তু তবুও বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না বিণতার! না-পাওয়ার দুঃখ সে জানে, কিন্তু পেয়ে হারানোর ব্যথা বুঝি কল্পনা করতেও ভয় পায়। তাই পরিচয় দিতে পারে না বিণতা। জল ভরা চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের কাহিনী।

.....কিন্তু যিনি অলক্ষ্যে বসে নিয়ন্ত্রিত করছেন এই সসাগরা ধরণীর প্রতিটি অণু-পরমাণুকে—তাঁরই অদৃশ্য অঙ্গুলী সঞ্চালনে পরিবর্ত্তনশীল জগতের অনেক কিছুর মতই পাল্টে গেল আমাদের ঘটনার পরিস্থিতি।

কে কাহিনী বলবে ছবি—

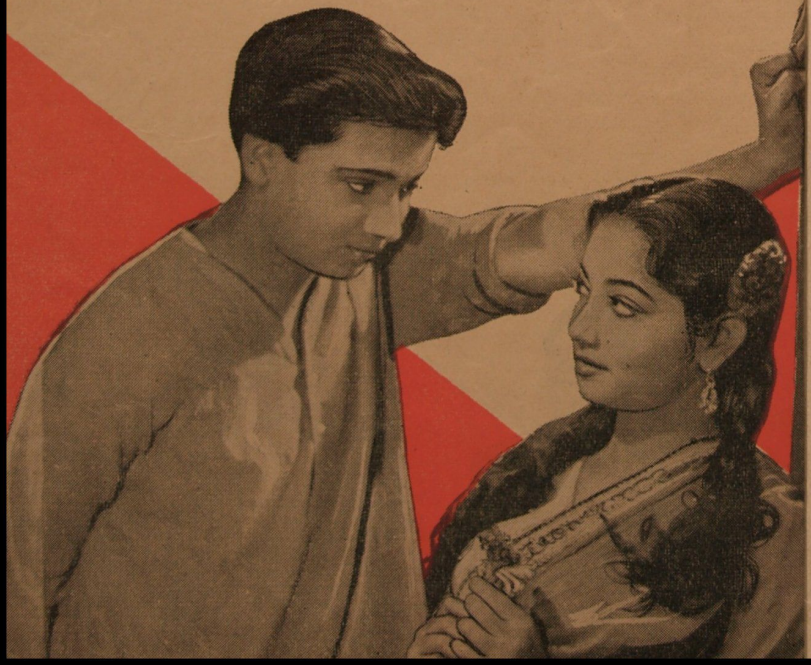

গান

(১)

উচ্ছল তটিনীর চঞ্চলতায়
মন মোর যায় ভেসে যায় রে
কোন অমরায় কোন দূর অজানায় রে
আজ মিলনের সুর লহরে॥

অন্তর আজি মোর বাঁধনহারা
স্বপ্নের মায়া বলাকায় রে—
কোন সুদূরের প্রেম সুরভী জাগায় মোর
শুক্লা রাতের ফুল বাসরে॥

যৌবন কুঞ্জের বেণুবন ছায়,
চঞ্চল এলো মোর মিলন মেলায়
অন্তর শতদল সৌরভে উচ্ছল
টলমল প্রেমসায়রে॥

অন্তর আজি মোর গাহিল মধুর
দূর নহে দূর আজ, নহে গো সুদূর
চন্দন সজ্জায় ফাল্গুন সন্ধ্যায়
চঞ্চল বুঝি এলো রে॥

কণ্ঠ : সন্ধ্যা মুখার্জী ● কথা : মোহিত সরকার

(২)

ভগবান—
তুমি তো শুধুই পাষাণ দেবতা
ভাঙ্গনের খেলাঘরে,
বিচারক হয়ে দুঃখ মেপেছ
শুধু কাঙ্গালের তরে॥
কামনা কলুষ মনের ছোঁয়ায়
উন্মাদ আজি ধরা,
কত না জীবন ঊষর মরুতে
অনাদরে হ'ল হারা।
তোমার আসন টলেনা তো তবু
সোনার দেউল পরে॥
যাদের ছোঁয়ায় মাটির স্বপ্ন
মিথ্যার মেঘে ঢাকে,
তারাই তোমার বুকের আড়ালে
ধনে মানে সুখে থাকে।
আমার জীবনে সব টুকু আলো
কোন পাপে কেড়ে নিলে,
নীড় হারা কেন পথে পথে ফিরি
বেদনার আঁখিজলে॥
নিয়তি তোমার নিঠুর বিচারে
প্রাণ ভরে হাহাকারে॥

কণ্ঠ : মানবেন্দ্র মুখোঃ ● কথা : তেজময় গুহ

(৩)

ঘাবড়াও নহি বেকরারে দিল
দুনিয়া জালিম্ হ্যায় তো কেয়া
কাঁটো পে কদম জমাকে
তুমহে চলনা হ্যায় তো কেয়া?
উমিদো কি দিন চল বসে যব্
জুদাই মে কিউ রো রহে অব্
উল্‌ফৎ কি মহফিল্ আজ
বেগানা হুয়ি হ্যায় তো কেয়া?
দিল্‌কি আরজু চাহে থে ও—
ইক্‌দিন জাহা বনানা,
জানতি থি ময় চাহেথে তুম
দুনিয়ামে উস্‌কো মনানা,
পুরা করনা থা জিসে ফির্
চুর হো গয়া হ্যায় তো কেয়া?

কণ্ঠ : প্রতিমা ব্যানার্জী ● কথা : নরেন দত্ত

(৪)

প্রাণের নিখিলে ছড়ালো যে চাঁদ
শত জোছনার আলো সে চাঁদ তুমি!
আশার পলাশে লেগেছে আগুন,
কুহু যে জানায় এলোরে ফাগুন;
পরাণ আমার মহুয়া মদির
আবেশে যে ভরালো সে চাঁদ তুমি॥
আজ ভ্রমরের গুণ গুণ সুর,
মনের মাধুরী বলে গো মধুর;
এ গান শোনাই বাঁধন জড়াই
সুরে সুরে শুধু কামনা ছড়াই;
ওগো অভিসারী, উৎসব নিশী
মধুময় যে জানালো সে চাঁদ তুমি॥

কণ্ঠ : সন্ধ্যা মুখার্জী ● কথা : নরেন দত্ত।

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা : শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অলঙ্করণে : কলাবিদ ● মুদ্রণে : জুবিলী প্রেস, কলিকাতা—১৩